Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জ্যোৎস্না আক্তার

রোলঃ 227020077

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জ্যোৎস্না আক্তার

রোলঃ 227020077

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জ্যোৎস্না আক্তার, আইডিঃ 227020077 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

জ্যোৎস্না আক্তার

আইডিঃ 227020077

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
মসজিদ পরিচিতি 6
ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদের ভূমিকা 6
মসজিদের মাহাত্ম্য 7
মাহাত্ম্যপূর্ণ চারটি মসজিদ ও সেখানে নামাজ আদায়ের ফযীলত 7
যেসব স্থানে নামায পড়া মাকরুহ ও অবৈধ 8
মসজিদে সালাত আদায় করার ফযীলত 11
মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য 12
মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব 13
মসজিদ নির্মাণের ফযীলত 14
মসজিদ নির্মাণ বিষয়ক কিছু ফতোয়া 16
মসজিদ নির্মাণ বিষয়ক কিছু মাসায়েল 20
মসজিদ নির্মাণকারীর শ্রেষ্ঠত্ব 22
মসজিদে যাতায়াতকারীর শ্রেষ্ঠত্ব 22
মসজিদে যেসব কাজ করা বৈধ 23
মসজিদে যেসব কাজ করা অবৈধ 25
মসজিদে যাওয়ার মাহাত্ম্য 26
মসজিদের প্রতি আসক্তি ও তাতে অবস্থানের ফযীলত 29
মসজিদ যাওয়ার আদব 31
মসজিদের আভ্যন্তরীণ আদবসমূহ 31
উপসংহার 33

ভূমিকা

মসজিদ পৃথিবীর সর্বোত্তম ও পবিত্রতম স্থান। ইসলামে মসজিদের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব রয়েছে। পৃথিবীর সব মসজিদকে আল্লাহ নিজের ঘর বলে উল্লেখ করেছেন। এ জন্য মসজিদগুলোকে 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ঘর' বলা হয়।

ইবরাহিম (আ.) তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও তাঁর সন্তান ইসমাঈল (আ.)-কে কাবাঘরের পাশে রেখে এই বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, 'হে আমাদের রব, আমি আমার সন্তানদের একাংশকে তোমার এ পবিত্র (কাবা) গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় রেখে যাচ্ছি। হে আমাদের পালনকর্তা, যেন তারা সালাত কায়েম করে। অতএব কিছু মানুষের অন্তরকে তুমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং তাদের ফল-ফলাদি দ্বারা রিজিক দান করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।' (সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৩৭)

এই পৃথিবীর সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। তারপরও বিশেষভাবে মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে মসজিদের মালিকানা আল্লাহর। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই গৃহের মালিকের।' (সুরা কুরাইশ, আয়াত : ৩)

হারূন ইবনু মা'রূফ ও ইসহাক ইবনু মূসা আল আনসারী (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সব চাইতে প্রিয় জায়গা হলো মাসজিদসমূহ আর সব চাইতে খারাপ জায়গা হলো বাজারসমূহ। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৪০০, ইসলামীক সেন্টার ১৪১২)

ঈমানের পর বান্দার ওপর ফরজ হলো সালাত আদায় করা। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব নেওয়া হবে। আর এই সালাত আদায়ের অন্যতম স্থান হলো মসজিদ। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঘরে অথবা বাজারে সালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামাতে সালাত আদায় করার সওয়াব ২৫ গুণ বেশি। কারণ কোনো ব্যক্তি যখন ভালো করে অজু করে শুধু সালাত আদায় করার জন্য মসজিদে গমন করে, তার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে একেকটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং একটি করে গুনাহ মাফ করা হয়। অতঃপর যখন সালাত আদায় শেষ করে জায়নামাজে বসে থাকে, ফেরেশতারা ওই ব্যক্তির জন্য অনবরত এই দোয়া করতে থাকে যে হে আল্লাহ, তুমি তাকে মাফ করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি তার ওপর রহমত বর্ষণ করো। আর তোমাদের

কেউ সালাতের জন্য অপেক্ষা করলে তার ওই সময় সালাতের মধ্যে গণ্য হবে।’ (মুসলিম, হাদিস : ৬৪৭)

ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘একা একা সালাত আদায় করার চেয়ে জামাতে সালাত আদায় করা ২৭ গুণ বেশি সওয়াবের।’ (বুখারি, হাদিস : ৬৪৫)

মসজিদ ছাড়া অন্যত্র ইতিকাফ করা বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর তোমরা স্ত্রী-গমন কোরো না—যখন তোমরা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় থাকো।’ (সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৭)

আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘মসজিদ হলো প্রত্যেক আল্লাহভীরুর ঘর।’ (সহিহ আত-তারগিব, হাদিস : ৩৩০)

মসজিদ পরিচিতি

মসজিদ বা مسجد শব্দের অর্থ সেজদা করার স্থান । মসজিদ হলো মুসলমানদের দলবদ্ধভাবে নামাজ পড়ার জন্য নির্মিত স্থাপনা। মসজিদ শব্দটি আরবি। যার আভিধানিক অর্থ শ্রদ্ধাভরে মাথা অবনত করা অর্থৎ সিজদাহ করা। সাধারণভাবে, যেসব ইমারত বা স্থাপনায় মুসলমানরা একত্র হয়ে প্রাত্যহিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করেন, তাকে মসজিদ বলে। আবার যেসব বড় আকারের মসজিদে নিয়মিত নামাজের পাশাপাশি শুক্রবারের জুম'আর নামাজ আদায় করা হয় এবং অন্যান্য ইসলামিক কার্যাবলী যেমন : কুরআন শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি সম্পাদিত হয়, সেসব মসজিদ জামে মসজিদ বা مسجد جامع নামে পরিচিত।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদের ভূমিকা

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমাজ পরিবর্তনে মসজিদের ভুমিকাই ছিল অন্যতম। মসজিদ ছিল একই সাথে দাওয়াতী কাজের প্রাণকেন্দ্র এবং রাষ্ট্রীয় ভবন। মসজিদ থেকেই দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। বিভিন্ন বিষয়ের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখানেই সম্পাদন করা হতো। বিভিন্ন দেশ ও এলাকা থেকে আগত প্রতিনিধি ও মেহমানদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদেই স্বাগত জানাতেন। সাহাবায়ে কিরামের সাথে মসজিদেই তিনি মিলিত হতেন এবং তাদের শিক্ষাদান করতেন। এক কথায় বলা যায় মসজিদ ছিল তৎকালীন মুসলিম সমাজের যাবতীয় কাজের কেন্দ্রস্থল।

মসজিদের মাহাত্ম্য

মহান আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ অর্থাৎ, আর মসজিদসমূহ আল্লাহর।(কুরআন মাজীদ ৭২/১৮)

মহানবী (ﷺ) বলেন, “আল্লাহর নিকট পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম স্থান হল মসজিদ এবং সবচেয়ে নিকৃষ্টতম স্থান হল বাজার।” (মুসলিম, মিশকাত ৬৯৬নং)

মাহাত্ম্যপূর্ণ চারটি মসজিদ ও সেখানে নামাজ আদায়ের ফযীলত

মহানবী (ﷺ) বলেন, “তিনটি মসজিদ ছাড়া আর কোন স্থান যিয়ারতের জন্য সফর করা যাবে না; মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও আমার এই মসজিদ (নববী)।” (বুখারী,মুসলিম, সহীহ মিশকাত ৬৯৩)

তিনি বলেন, “মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্যান্য মসজিদের তুলনায় আমার এই মসজিদে (নববীতে) একটি নামায হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯২নং)

“আর অন্যান্য মসজিদের তুলনায় মসজিদুল হারামের একটি নামায এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” (আহমাদ, মুসনাদ, বায়হাকী, জামে ৩৮৩৮, ৩৮৪১ নং)

মসজিদে নববীর একটি বিশেষ জায়গার কথা উল্লেখ করে মহানবী বলেন, “আমার গৃহ্ ও (আমার মসজিদের) মিম্বরের মাঝে বেহেশ্তের এক বাগান রয়েছে। আর আমার মিম্বর রয়েছে আমার হওযের উপর।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯৪নং)

কুবার মসজিদ সম্বন্ধে মহানবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি স্বগৃহে ওযু বানিয়ে কুবার মসজিদে এসে কোন নামায পড়ে, তার একটি উমরাহ্ করার সমান সওয়াব লাভ হয়।” (আহমাদ, মুসনাদ, নাসাঈ, সুনান,হাকেম, মুস্তাদরাক, বায়হাকী, জামে ৬১৫৪ নং)
প্রথম কিবলা মসজিদুল আকসায় নামায পড়লে ৫০০ বা ১০০০ নামাযের সওয়াবের কথা কোন সহীহ হাদীসে আসে নি। (তামামুল মিন্নাহ্, আলবানী ২৯৩-২৯৪পৃ:) অবশ্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন ঐ মসজিদ নির্মাণ শেষ করেছিলেন, তখন আল্লাহর নিকট দুআ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঐ মসজিদে

উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেন ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। (নাসাঈ, সুনান ৬৬৯, ইবনে মাজাহ্, সুনান ১৪০৮ নং)

আর এক বর্ণনা মতে তাতে ২৫০ নামাযের সওয়াব আছে। মহানবী (ﷺ) বলেন, "বায়তুল মাকদিস অপেক্ষা আমার এই মসজিদে নামায চারগুণ উত্তম। আর তা হল শ্রেষ্ঠ নামাযের স্থান।" (হাকেম, মুস্তাদরাক ৪/৫০৯, বায়হাকী শুআবুল ঈমান, ত্বা, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ৬/২/৯৫৪)

যেসব স্থানে নামায পড়া মাকরূহ ও অবৈধ

১। গোরস্থানে নামায পড়া বৈধ নয়:

মহানবী (ﷺ) বলেন, "সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের আম্বিয়া ও আউলিয়াদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিত। শোন! তোমরা যেন কবরসমূহকে মসজিদ (নামাযের স্থান) বানিয়ে নিও না। আমি তোমাদের উপর এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করে যাচ্ছি।" (মুসলিম, মিশকাত ৭১৩নং)

তিনি বলেন, "তোমাদের নিজ নিজ ঘরে কিছু (নফল বা সুন্নত) নামায পড়; আর তা (ঘর)কে কবর করে নিওনা।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭১৪নং) কারণ, কবরস্থানে নামায পড়া হয় না।
"তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়ো না।" (মুসলিম, সহীহ ৯৭২ নং, প্রমুখ)

২। উট বাঁধার জায়গায় নামায নিষিদ্ধ:

মহানবী (ﷺ) বলেন, "তোমরা ছাগল-ভেঁড়া বাঁধার জায়গায় নামায পড়, আর উট বাঁধার জায়গায় নামায পড়ো না।" (মুসলিম, তিরমিযী, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ প্রমুখ, মিশকাত ৭৩৯নং)

৩। গোসলখানায় নামায মাকরুহ:

যেহেতু গোসলখানা সাধারণত নাপাকী ধোওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। মহানবী (ﷺ) বলেন, "কবরস্থান ও গোসলখানা ছাড়া সারা পৃথিবীর সকল জায়গা মসজিদ (নামায পড়ার জায়গা)।" (আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, দারেমী, সুনান, মিশকাত ৭৩৭নং)

৪। কসাইখানা পবিত্র হলে তাতে নামায শুদ্ধ।

৫। রাস্তার মাঝে গাড়ি বা লোকজনের আসা-যাওয়া না থাকলে নামায নিষিদ্ধ নয়। অনুরুপ মসজিদ ভরে গেলে লাগালাগি রাস্তাতেও নামায শুদ্ধ। তবে কেউ যেন ইমামের সামনের দিকে রাস্তায় না দাঁড়ায়। কারণ, ইমামের সামনে দাঁড়ালে নামায শুদ্ধ হয় না। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৫/৬৪)

৬। ময়লা ফেলার জায়গাতে যেহেতু নাপাকীই থাকার কথা, তাই সেখানে নামায শুদ্ধ নয়।

৭। কা'বা শরীফের ভিতরে এবং হাতীম বা হাজরে ইসমাঈল (কা'বা শরীফের পার্শ্বে যে জায়গাটা গোলাকার ঘেরা আছে সেই জায়গা) এর সীমার ভিতরেও নামায শুদ্ধ। আল্লাহর রসূল (ﷺ) একদা কা'বা-ঘরের ভিতরে ২ রাকআত নামায পড়েছেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, মুসনাদ, মিশকাত ৬৯১ নং)

উল্লেখ্য, সাত জায়গায় নামায পড়া নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়, তা খুবই দুর্বল। (মিশকাত ৭৩৭ নং হাদীসের টীকা, আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ২/২৫২ দ্র:)

৮। অমুসলিমদের উপাসনালয়ে কোন মূর্তি বা ছবি না থাকলে তাতে নামায পড়া বৈধ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) মূর্তি না থাকলে গির্জায় নামায পড়েছেন। (বুখারী বিনা সনদে, ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/৬৩২)

হযরত আবূ মূসা আশআরী, উমার বিন আব্দুল আযীয কর্তৃকও গির্জায় নামায পড়ার ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে। (ইআশা: ১/৪২৩, নাইলুল আউতার, শাওকানী, ফিকহুস সুন্নাহ্ উর্দু১৩৫ পৃ:)

উল্লেখ্য, নিরুপায় অবস্থা বা দাওয়াতী উদ্দেশ্য ছাড়া অমুসলিমদের কোন উপসানলয়ে যাওয়া বৈধ নয়। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ৩২/১০৪)

অমুসলিমদের সমাজে এবং তাদের মালিকানাভুক্ত জায়গা-জমিতেও নামায শুদ্ধ। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৫/৬৮) বরং তাদের বাড়ির ভিতরেও (মূর্তি না থাকলে) নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। (ঐ ৩২/১০৪) তবে পবিত্রতা ইত্যাদি অন্যান্য শর্তাবলী সর্বক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয়।

৯। নক্সাদার মুসাল্লায় নামায শুদ্ধ হলেও তাতে নামায পড়া মাকরুহ বা অপছন্দনীয়।

কারণ এতে নামাযীর মনোযোগ বিঘ্নিত হয়। এই জন্যই বিশ্বনবী (ﷺ) নক্সাদার কাপড়ে নামায পড়াকে অপছন্দ করেছেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫৭ নং দ্র:)

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) এর হুজরার দেওয়ালে ছবিযুক্ত পর্দা টাঙ্গা থাকতে দেখলে তিনি তাঁকে বললেন, "তোমার এই পর্দা আমাদের নিকট থেকে সরিয়ে নাও। কারণ, ওর ছবিগুলো আমার নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।" (বুখারী ৩৭৪ নং, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ৫/২৯৩, ১৫/৭৪, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২৭৮)

তদ্রূপ সামনে ছবিযুক্ত ক্যালেন্ডার ইত্যাদি রেখে নামায পড়া মাকরুহ। (ইআশা: ১/৩৯৯ দ্র:) বলা বাহুল্য, এ জন্যই মসজিদের সামনের দেওয়ালে কোন প্রকার দৃষ্টি-আকর্ষক নক্সা, বস্তু বা বিজ্ঞপ্তি, সময়সূচী ইত্যাদি রাখাও মাকরুহ।

১০। বিছানা পবিত্র হলে তাতে নামায পড়া দোষণীয় নয়। হযরত আনাস (রাঃ) নিজ বিছানায় নামায পড়েছেন। (ইআশা: ২৮১০ নং, ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/৫৮৬)

১১। পেশাব-পায়খানা ঘরের ছাদে বা পিছনে (পেশাব-পায়খানা ঘরকে সামনে করে নামায শুদ্ধ।

সামনের দেওয়াল পবিত্র হলে নামায মাকরুহ নয়। (ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্, সঊদী উলামা-কমিটি ১/২৭০, দারেমী, সুনান ৯৫পৃ:) আড়াল থাকলে প্রস্রাব-পায়খানার নালা বা পাইপ সামনে করে, অথবা তার উপর ব্রিজে, অথবা মলমূত্রের পাইপের নিচে নামায শুদ্ধ। (বুখারী ৮২পৃ দ্র:)

১২। যে রুমে মাদকদ্রব্য থাকে সে রুমে নামায পড়তে হলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। (ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১/৪২৬)

১৩। ভাড়া দেওয়া বাড়ির মালিক ভাড়া গ্রহণকারীকে ঐ ঘরে থাকতে না দিতে চাইলে এবং সে সেখান হতে বের হতে না চাইলে তথা জোরপূর্বক বাস করলেও সে ঘরে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে এ কাজে সে নিরুপায় না হলে গুনাহগার হতে পারে। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৯/১৫৫)

মসজিদে সালাত আদায় করার ফযীলত

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘ঘরে বা বাজারে নামাজ আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামাআতের সাথে নামাজ আদায় করার ছওয়াব ২৫ গুণ বেশি। তার কারণ হলো, কোনো ব্যক্তি ভালো করে ওযূ করে শুধু নামাজ আদায় করার জন্যই মসজিদে আসে। তার প্রতি পদক্ষেপের বিনিময়ে একটা মর্যাদা বেড়ে যায়, আর একটি পাপ মুছে যায়। যখন সে নামাজ আদায় করে, ফেরেশতাগণ সর্বদা তার জন্য ততক্ষণ দু‘আ করতে থাকে যতক্ষণ সে নামাজে থাকে। ফেরেশতাগণ অনবরত- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْه বলতে থাকে। “অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি তাকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! তুমি তাকে দয়া করো।” আর যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ নামাজের জন্য অপক্ষো করতে থাকে, সেই সময়টা সে নামজের মধ্যেই থাকে’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন কেউ মসজিদে গেল, আর নামাজের জন্য সেখানে অবস্থান করল, তখন সে নামাজেই রইল’। (সহীহ বুখারী, হা/৬৪৭; মিশকাত, হা/৭০২।)

তাছাড়া মসজিদ দেখাশোনা বা তত্ত্বাবধায়কের গুণাগুণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ

يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ 'আল্লাহর মসজিদের আবাদ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারাই হবে সঠিক পথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত' (আত-তওবা:১৮)।

মসজিদ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য হলো, সেখানে স্বলাত আদায়, আল্লাহর যিকির, কুরআন তেলাওয়াত ও দ্বীনের আলোচনা করা। মসজিদগুলোতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করতে হবে এবং তাঁর সাথে অন্য কারো ইবাদাত করা চলবে না। যেমন— ইয়াহুদী ও নাসারারা তাদের উপাসনালয়ে শিরক করে থাকে। অন্যদিকে ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাস, মিথ্যা ও হারাম কর্মকাণ্ড এবং বিদআতী আলোচনা থেকেও মসজিদকে মুক্ত রাখতে হবে।

প্রজ্ঞাময়, মহাপ্রশংসিত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا 'আর মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য। সুতরাং আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকেও ডেকো না' (আল-জিন, ৭২/১৮)। অর্থাৎ পৃথিবীর কোথাও যেন শিরকী কর্মকাণ্ড না হয়, এটা আল্লাহর ইচ্ছা।

জুনদুব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সাবধান! তোমাদের আগে যারা ছিল (ইয়াহুদী ও নাসারা) তারা তাদের নবী ও নেককার লোকদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। 'সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ হতে নিশ্চিতভাবে নিষেধ করছি'। (সহীহ মুসলিম, হা/৫৩২; মিশকাত, হা/৭১৩।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে মসজিদ এবং পবিত্রতা অর্জনের উপায় বানিয়ে দেওয়া হয়েছে'। (সহীহ বুখারী, হা/৪৩৮।)

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا 'আল্লাহর নিকট সকল জায়গা হতে মসজিদই হলো সবচেয়ে প্রিয় স্থান, আর বাজার হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থান'। (সহীহ মুসলিম, হা/৬৭১; মিশকাত, হা/৬৯৬।)

মসজিদ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব

মসজিদ নির্মাণের গুরুত্ব সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فِى بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْءَاصَالِ

সেসব ঘরে যাকে সমুন্নত করতে এবং যেখানে আল্লাহর নাম যিক্র করতে আল্লাহই অনুমতি দিয়েছেন। সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর তাসবীহ পাঠ করে- (সূরা আন নূর:৩৬)

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَٰرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكَوٰةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَٰرُ

সেসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিক্র, সালাত কায়েম করা ও যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা সেদিনকে ভয় করে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (সূরা আন নূর:৩৭)

উপরোক্ত আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নামাজ জামাতের সঙ্গে মসজিদে আদায় করা ওয়াজিব।
উল্লেখ্য, এখানে গৃহ বলতে মসজিদ আর সমুন্নত করা বলতে নির্মাণ করা ও মর্যাদা প্রদান উদ্দেশ্য। (সূরা আন-নূর, ২৪/৩৬-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য।)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পবিত্র কুরআন কারিমে বলেন,

قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا۟ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

বল, 'আমার রব ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন আর তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় তোমাদের চেহারা সোজা রাখবে এবং তাঁরই ইবাদাতের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাক'। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে তোমরা প্রথমে ফিরে আসবে। (সূরা আল আ'রফ :২৯)

মসজিদ নির্মাণ ও উহার আবাদ সর্ম্পকে পবিত্র কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى
الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسَى
أُوْلَـئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহর (ঘর) মসজিদসমূহকে আবাদ করে সেই ব্যক্তি, যে বিশ্বাস করে আল্লাহ্ ও পরকালে এবং নামাজ কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে।'(সূরা তওবা, আয়াত-১৮)।

তাছাড়া হাদীসেও আমরা মসজিদের গুরুত্ব দেখতে পাই,
হারূন ইবনু মা'রূফ ও ইসহাক ইবনু মূসা আল আনসারী (রহঃ) ..... আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা'আলার কাছে সব চাইতে প্রিয় জায়গা হলো মাসজিদসমূহ আর সব চাইতে খারাপ জায়গা হলো বাজারসমূহ। (ইসলামী ফাউন্ডেশন ১৪০০, ইসলামীক সেন্টার ১৪১২)

মসজিদ নির্মাণের ফযীলত

আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর (সন্তুষ্টি লাভের) উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর বানিয়ে দেন।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯৭নং)

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পাখির বাসার মত অথবা তার চেয়েও ছোট আকারের একটি মসজিদ বানিয়ে দেয়, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ্ নির্মাণ করে দেন।" (ইবনে মাজাহ্, সুনান, জামে ৬১২৮ নং)

"যে ব্যক্তি তিতির পাখির (পোকামাকড় খোঁজার উদ্দেশ্যে) আঁচড়ানো স্থান পরিমাণ আয়তনের অথবা তদপেক্ষা ছোট আকারের মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ্ নির্মাণ করবেন।" (ইবনে খুযাইমাহ্, সহীহ, সহিহ তারগিব ২৬৫নং)

আর মহান আল্লাহ বলেন,

فِي بُيُوْتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيْهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُوْنَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالأَبْصَارِ

অর্থাৎ, আল্লাহ যে সব গৃহ্কে (মর্যাদায়) উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম স্মরণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল-সন্ধায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা; যাদেরকে ব্যবসা-বানিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ, নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান

করা হতে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। (সূরা আন নূর:৩৬-৩৭)

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- যে ব্যক্তি আল্লাহ সন্তুষ্টির নিমিত্তে পাখির ডিম পাড়ার স্থান পরিমাণ মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। (আহমাদ, সহীহ)

উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-
যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বিভিন্ন স্থানসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান হলো আল্লাহর নিকট মসজিদসমূহ।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে ও উহাতে সুগন্ধি লাগাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে সকাল বিকেল মসজিদে যায়, প্রত্যেকবার যাতায়াতের বিনিময়ে জান্নাতে তার জন্য এক একটি ঠিকানা তৈরি করা হয়।

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উত্তম স্থান মসজিদ। তাই মসজিদ আল্লাহর ঘর হিসেবে বিবেচিত। মসজিদে মুসলিমগণ দ্বীনের মূলভিত্তি সালাত দৈনিক পাঁচবার আদায় করে থাকে। দ্বীনের মূলভিত্তি আদায়ের স্থান বিধায় দ্বীনের অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনেও মসজিদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এ ছাড়া মসজিদের পানে যারা যারা ছুটে যায় তাদের জন্য প্রতিটি কদমের বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান, মর্যাদা ও গুনাহ মাফের ঘোষণা দিয়েছেন।

عن بريدة أن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال من تطهر فى بيته ثم مضى الى بيت من بيوت الله يقضى فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. -أخرجه مسلم

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াহাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি তার বাড়িতে পবিত্রতা অর্জন করল অতঃপর ফরজ ইবাদত আদায়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘরে (মসজিদে) গেল তার এক কদমের বিনিময়ে গুনাহ মার্জনা হবে এবং অপর কদমের বিনিময়ে মর্যদা বৃদ্ধি পাবে। শুধু তাই নয়; বরং মসজিদে যেতে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে ইমানদার হিসেবে সাক্ষ্য দিতেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন।

মসজিদ নির্মাণ বিষয়ক কিছু ফতোয়া

মুসলিম থাকতে কোন কাফের মিস্ত্রী-শ্রমিক দ্বারা মসজিদ নির্মাণ বৈধ নয়। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ২১/২০-৩৮)

মুসলিমদের (সামাজিক, রাজনৈতিক) কোন ক্ষতির আশঙ্কা না হলে মসজিদ ও মাদ্রাসার জন্য অমুসলিমদের নিকট থেকে -তারা খুশী হয়ে হালাল অর্থ সাহায্য দিতে চাইলে- গ্রহণ করা বৈধ। (ইবনে বায প্রমুখ, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ৩২/৯০)

মসজিদ নির্মাণ হবে মুসলিমদের নিজস্ব পবিত্র মাল দ্বারা। এতে যাকাত ব্যবহার বৈধ নয়। কারণ, যাকাত হল গরীব-মিসকীন প্রভৃতি ৮ প্রকার খাতে ব্যয়ের জন্য নির্ধারিত অর্থ। আর মসজিদ এই পর্যায়ে পড়ে না। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ৮/১৫২)

ওয়াকফের যে কোনও বস্তু বিক্রয় করা যায় না, হেবা (দান) করা যায় না এবং কেউ তার ওয়ারিসও হতে পারে না। (বুখারী ২৭৩৭ নং, মুসলিম, আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, ইবনে মাজাহ্, সুনান)

অবশ্য যদি কোন ওয়াক্‌ফের জিনিস এমন অবস্থায় পৌঁছে যায়, যাতে কোন প্রকার উপকারই অবশিষ্ট না থাকে এবং তার তরমীম ও সংস্কার সম্ভব না হয়, অনুরুপ কোন মসজিদ সংকীর্ণ হলে এবং প্রশস্ত করার জায়গা না থাকলে সেই ওয়াক্‌ফ বা মসজিদের জায়গা বিক্রয় করে সেই অর্থে অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ। কারণ, কোনও মসজিদ বা মসজিদের স্থান অযথা ফেলে রাখা নিষ্ফল।

ইবনে রজব বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমুখ যে কথা স্পষ্টাকারে বর্ণিত হয়েছে তা এই যে, পোড়ো মসজিদ বিক্রয় করে তার মূল্য দ্বারা অন্য মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। ঐ গ্রাম বা শহরে প্রয়োজন না থাকলে অন্য গ্রাম বা শহরে মসজিদ নির্মাণের খাতে ঐ অর্থ ব্যয় করতে হবে।
মসজিদ স্থানান্তরিত করা সাহাবা কর্তৃকও প্রমাণিত। (এ ব্যাপারে ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু ৩১৫-৩১৭পৃ:, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১০/৬৩, ২৩/৯৯, ২৪/৬০, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্, সঊদী উলামা-কমিটি ২/৯ দ্রষ্টব্য)

পক্ষান্তরে মসজিদ পোড়ো না হলে, নামায পড়া হলে বা চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রয়োজন না পড়লে মসজিদ ভেঙ্গে অন্য কিছু (মাদ্রাসা, মুসাফিরখানা ইত্যাদি) করা বৈধ নয়, এমনকি ইমাম রাখার জন্য বাসাও নয়। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১০/৮১, ২৩/১০৩)

এক মসজিদের আসবাব-পত্র অন্য মসজিদে লাগানো বৈধ। মসজিদের প্রয়োজন না থাকলে অথবা মসজিদের সম্পদ উদ্বৃত্ত হলে তা হতে সাধারণ কল্যাণ-খাতে; যেমন ঈদগাহ্ বা দ্বীনী মাদ্রাসা নির্মাণ, কবরস্থান ঘেরা, এতীম-মিসকীনদের দেখাশুনা প্রভৃতি কাজে দান করা যায়। (ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু ৩১৬পৃ:, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ৩/৩৬১, কিতাবুদ্দা'ওয়াহ্, ইবনে বায ২০৩পৃ:)

মসজিদের বর্ধিত স্থান মসজিদের অন্তর্ভুক্ত। উভয়ের মান সমান। তাই তো মহানবী (ﷺ) এর নির্মিত মসজিদে নামায পড়ে যে সওয়াব লাভ হয়, বর্তমানে ঐ মসজিদের বর্ধিত স্থানসমূহে নামায পড়লেও ঐ একই পরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। অবশ্য প্রথম কাতারসমূহের ফযীলত তো পৃথক আছেই। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৫/৭২, ১৭/৬৯)

ইসলামের স্বর্ণযুগে যদিও মসজিদে নারী-পুরুষের মুসাল্লা পৃথক ছিল না তবুও বর্তমানে ফিতনা ও ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য মহিলাদের মুসাল্লা পৃথক করে মাঝে পর্দা দেওয়া দোষণীয় নয়। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৯/১৪৭) অবশ্য এই উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ও পৃথক দরজা হওয়া বাঞ্ছনীয়। (আবূদাঊদ, সুনান ৪৬২ নং)

মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হলে সমবেত হয়ে অনুষ্ঠান করে ফিতে কেটে বা অন্য কিছু করে উদ্বোধন করা বিদআত। এ ধরনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাহায্য ও যোগদান করাও বৈধ নয়। যেমন বিশেষভাবে কোন নতুন বা পুরাতন মসজিদে নামায পড়ার জন্য দূর থেকে সফর

করাও বৈধ নয়। যেহেতু কা'বার মসজিদ, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আকসা (অনুরুপ কুবার মসজিদ) ছাড়া অন্য মসজিদের জন্য সফর বৈধ নয়। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯৩, ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ্‌, সঊদী উলামা-কমিটি ১/১৮-১৯)

উপরতলায় মসজিদ ও নিচের তলায় বসত-বাড়ি অথবা নিচের তলায় মসজিদ ও উপর তলায় বসত-বাড়ি হলে কোন দোষের কিছু নয়। (ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু, ৩১৩পৃ:)

তদনুরুপ উপর তলায় মসজিদ এবং নিচের তলায় দোকান ইত্যাদি করে তা ভাড়া দেওয়া এবং সেই অর্থ মসজিদের খাতে ব্যয় করা বৈধ। (ঐ ৩১৭পৃ:) অবশ্য ঐ সমস্ত দোকানে যেন হারাম ও অবৈধ কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় না হয়। নচেৎ হারাম ব্যবসায় দোকান ভাড়া দিয়ে নেওয়া অর্থ হারাম তথা মসজিদে তা লাগানো অবৈধ হবে। বলাই বাহুল্য যে, সূদী বাংক, মাদকদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, দাড়ি চাঁছার সেলুন, বাদ্যযন্ত্র বিক্রয়, কোন অশ্লীল কর্ম প্রভৃতি করার জন্য দোকান বা বাড়ি ভাড়া দেওয়া হারাম। (আসইলাতুম মুহিম্মাহ্‌, ইবনে উসাইমীন ১৪পৃ:)

মসজিদ দ্বিতল বা প্রয়োজনে আরো অধিকতল করা দোষণীয় নয়। তবে কাতার শুরু হবে ইমামের নিকট থেকে। যে তলায় ইমাম থাকবেন, সে তলা পূর্ণ হলে তবেই তার পরের তলায় দাঁড়ানো চলবে। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্‌ ৬/২৬০)

মসজিদ হবে সাদা-সিধে প্রকৃতির। এতে অধিক নক্সা ও চাকচিক্য পছন্দনীয় নয়। অধিক কারুকার্য-খচিত ও রঙচঙে করা বিধেয় নয়।
আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "আমি মসজিদসমূহকে রঙচঙে করতে আদিষ্ট হইনি।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অবশ্যই তোমরা মসজিদসমূহকে সৌন্দর্য-খচিত করবে, যেমন ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানরা (তাদের গির্জাগুলোকে) করেছে।' (আবূদাঊদ, সুনান ৪৪৮ নং) অথচ তাদের অনুকরণ অবৈধ।

আনাস (রাঃ) বলেন, '(কিছু মুসলমান হবে) তারা মসজিদের সৌন্দর্য নিয়ে গর্ব করবে। কিন্তু তা আবাদ করবে (নামায পড়বে) খুব কমই।' (ইআশা: ৩১৪৭ নং)

উমার (রাঃ) বলেন, 'খবরদার! মসজিদকে লাল বা হ্লুদ রঙের বানিয়ে লোকদেরকে (নামাযের সময়) ফিতনায় (ঔদাস্যে) ফেলো না।' (বুখারী, ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/৬৪২)
মহানবী (ﷺ) বলেন, "যখন তোমরা তোমাদের মসজিদসমূহকে সৌন্দর্য-খচিত করবে এবং কুরআন শরীফকে অলঙ্কৃত করবে, তখন তোমাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবে।" (ইআশা: ৩১৪৮ নং)

তিনি আরো বলেন, "মসজিদ (তার নির্মাণ-সৌন্দর্য) নিয়ে গর্ব না করা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না।" (আবূদাঊদ, সুনান ৪৪৯ নং) অর্থাৎ এ কাজ হল কিয়ামতের একটি পূর্ব লক্ষণ।
অবশ্য তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) মসজিদে নববীর দেওয়াল নক্সা-খচিত পাথর ও চুনসুরকি দ্বারা নির্মাণ করেন। থামগুলোকেও নক্সাদার পাথর দিয়ে তৈরী করেন। আর ছাদ করেন সেগুন কাঠের। (বুখারী ৪৪৬, আবূদাঊদ, সুনান ৪৫১নং)

ইবনে বাত্ত্বাল প্রমুখ বলেন, মসজিদ নির্মাণে সুন্নত হল মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করা এবং তার সৌন্দর্যে অতিরঞ্জিত না করা।

হযরত উমার (রাঃ) নিজের আমলে বহু বিজয় ও ধনসম্পদ লাভ কসরা সত্ত্বেও তিনি মসজিদে নববীতে কিছু অতিরিক্ত বা বর্ধিত করেননি। খেজুর ডালের ছাদ নষ্ট হয়ে গেলে তিনি তা নতুন করে তৈরী করেছিলেন মাত্র।

অতঃপর হযরত উসমান (রাঃ) তাঁর নিজের আমলে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে তিনি মসজিদের কিছু সৌন্দর্য বর্ধন করেছিলেন। কিন্তু তাকে চাকচিক্য বা রঙচঙে বলা চলে না। এতদসত্ত্বে ও অন্যান্য সাহাবীগণ তাঁর এ কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

ইসলামে প্রথম মসজিদসমূহকে অধিক সৌন্দর্য-খচিত ও নক্সাদার করেন বাদশা অলীদ বিন আব্দুল মালেক। এ সময়টি ছিল সাহাবাদের যুগের শেষ সন্ধিক্ষণ। তখন ফিতনার ভয়ে বহু উলামা বাদশার কোন প্রতিবাদ না করতে পেরে চুপ থেকেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) প্রমুখ আহলে ইলমদের নিকটে মসজিদের তা'যীম প্রদর্শনার্থে চাকচিক্য করণে অনুমতি রয়েছে। (ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/৬৪৪)

মসজিদ নির্মাণ বিষয়ক কিছু মাসায়েল

কোন প্রকার জুলুম ও অন্যায়ভাবে দখলকৃত জায়গার উপর মসজিদ নির্মাণ এবং জেনে-শুনে তাতে নামায পড়া বৈধ নয়। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৭/৫৩)

মসজিদের কোন সম্পত্তি বা অন্য কোন জিনিস ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার কারো জন্য বৈধ নয়। (ইসলাহুল মাসাজিদ, উর্দু৩১১পৃ:)

কোনও বিষয় নিয়ে কারো সাথে বিরোধ ঘটলে তাকে মসজিদে আসতে বাধা দেওয়া উচিৎ নয়। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ (যিক্‌র) করতে বাধা দেয় ও তার ধ্বংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে?" (কুরআন মাজীদ ২/১১৪)

কোন অমুসলিম যদি বাহ্যিক পবিত্র অবস্থায় আদবের সাথে মসজিদ প্রবেশ করতে চায়, তবে তাতে কোন ক্ষতি হয় না। অবশ্য মক্কা ও মদীনার হারাম ও মসজিদে তারা প্রবেশ করতে পারে না। (কুরআন মাজীদ ৯/২৮, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ২১/২০, ৩২/৯৪, ১০৫)

মসজিদের উপর দিয়ে রাস্তা করায় মসজিদের সম্মানহানি হয়। মহানবী (ﷺ) বলেন, "যিক্‌র ও নামায ছাড়া অন্য কিছুর জন্য মসজিদসমূহকে রাস্তা করে নিও না।" (ত্বাবারানী, মু'জাম, জামে ৭২১৫ নং) মসজিদকে রাস্তায় পরিণত করে তার সম্মান নষ্ট করা কিয়ামতের অন্যতম পূর্বলক্ষণ। (ত্বাবারানী, মু'জাম আউসাত্ব, জামে ৫৮৯৯ নং)

প্রকাশ যে, মসজিদের প্রতি তা'যীম প্রদর্শনের অর্থ এই নয় যে, মসজিদকে সালাম করতে হবে বা তার ধুলো খেতে হবে অথবা তার মেঝে ধুয়ে পানি খেতে হবে। কারণ এসব কাজ শির্কের পর্যায়ভুক্ত।
মসজিদে কোন প্রকার খেলাও বৈধ নয়। অবশ্য যে খেলা জিহাদ বিষয়ক অথবা জিহাদের সহায়ক (অস্ত্রচালনার খেলা) তা বৈধ।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একদা হাবশী দল মসজিদে তাদের যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা করছিল। আর আমি আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর পশ্চাতে আড়ালে হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খেলা দেখছিলাম।' (বুখারী ৪৫৪, ৪৫৫নং, প্রমুখ)

প্রয়োজনে কোন রোগীর জন্য মসজিদে তাঁবু লাগিয়ে বা অন্য স্থানে স্থান দেওয়া দূষণীয় নয়। এতে রক্ত পড়লেও ক্ষতি নেই, যা পরে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে। খন্দকের যুদ্ধে হযরত সা'দ (রাঃ) আহত হলে তাঁকে মসজিদে নববীতে রাখা হয়েছিল এবং সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিল। (বুখারী ৪৬৩নং, প্রমুখ)

যে পত্র-পত্রিকায় মানুষ বা পশু-পক্ষীর ছবি থাকে, তা মসজিদে পড়া বা রাখা বৈধ নয়। প্রয়োজনে কালি দ্বারা প্রাণীর মাথা নষ্ট করে রাখা যায়। অশ্লীল ছবি ও পত্রিকা তো কোন স্থানেই দেখা ও পড়া বৈধ নয়। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ২২/১০১)

বাড়ির কোন একটা কামরা বা নির্দিষ্ট জায়গাকে মসজিদ বানানো চলে। যাতে নফল নামায এবং মসজিদে যেতে না পারলে ফরয নামাযও পড়া যাবে। ইতবান বিন মালেক (রাঃ) এই রকমই একটি আবেদন আল্লাহর রসূল (ﷺ)কে জানালেন। তিনি তাঁর আবেদন মঞ্জুর করে তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর পছন্দমত এক স্থানে ২ রাকআত নামায পড়লেন। অনুরুপ বারা' বিন আযেব (রাঃ) নিজ বাড়িতে (বাড়ির লোকদের নিয়ে) জামাআত করে নামায পড়তেন। (বুখারী ৪২৫নং)

নতুন মসজিদ অপেক্ষা পুরাতন মসজিদের অধিক কোন ফযীলত ও বৈশিষ্ট্য বা অধিক সওয়াব আছে -এর কোন দলীল নেই। (আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ৪/২১৬, ফাতাওয়া নাযীরিয়্যাহ্ ১/৩৫৯) তবে অপ্রয়োজনে যেহেতু একই মহল্লায় একাধিক মসজিদ বিদআত, সেহেতু এর ফলে যেখানে 'যিরার' হওয়ার আশঙ্কা থাকে সেখানে নতুন ছেড়ে পুরাতন মসজিদে নামায পড়া উত্তম। কিছু সাহাবা ও সালাফ এই আশঙ্কাতেই কোন কোন স্থানে পুরাতন মসজিদে নামায পড়েছেন। অবশ্য সেই মসজিদে নামায পড়া উত্তম, যে মসজিদ বিদআতশূন্য, যার জামাআত সংখ্যা অধিক (আলমুমতে', শারহে ফিক্হ, ইবনে উষাইমীন ৪/২১৩) এবং যার ইমাম ফাসেক বা বিদআতী বলে কোনো আশঙ্কা নেই।

আল্লাহর রসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবাবর্গের যুগে কোন মসজিদকে তালাবদ্ধ করা হ্তো না। তবে সে যুগে মসজিদের ভিতর এমন কোন মূল্যবান আসবাব-পত্র থাকত না, যা চুরি বা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা করা যেত। পরন্তু সে যুগের লোকেরাও এমন হৃদয়বিশিষ্ট ছিলেন যে, তাঁদের দ্বারা মসজিদের কোন প্রকার ক্ষতি হবে, সে আশঙ্কাই ছিল না। কিন্তু বর্তমান যুগের অবস্থা

তার বিপরীত। সুতরাং আসবাব-পত্র ও সম্মান রক্ষার্থে মসজিদকে তালাবদ্ধ করা দোষণীয় নয়। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৩/৭৯, ১৭/৭০)

মসজিদ নির্মাণকারীর শ্রেষ্ঠত্ব

উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يُذْكَرُ فِيهِ اسْمُ اللَّهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে যিকিরের জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরি করবেন’। (ইবনু মাজাহ, হা/৭)

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য টিড্ডির ঢিবির ন্যায় বা তার চাইতেও ক্ষুদ্র একটি মসজিদ নির্মাণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন’। (ইবনু মাজাহ, হা/৭৩৮, হাদীস সহীহ।)

এই হাদীসে মসজিদ নির্মাণের প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। অন্যথা টিড্ডির বাসার ন্যায় ঘরে তো আর নামাজ আদায় করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া মসজিদ হতে হবে সাদাসিধে এবং কারুকার্য মুক্ত। আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ ‘ক্বিয়ামত ততক্ষণ আসবে না, যতক্ষণ না মানুষ মসজিদের সৌন্দর্য ও শোভাবর্ধন নিয়ে পরস্পর গর্ব করবে’। (আবূ দাঊদ, হা/৪৪৯; ইবনু মাজাহ, হা/৭৩৯, হাদীস সহীহ।)

মসজিদে যাতায়াতকারীর শ্রেষ্ঠত্ব

বুরায়দা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‘যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়, ক্বিয়ামতের দিনে তাদের পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও’। (আবূ দাঊদ, হা/৫৬১; তিরমিযী, হা/২২৩; ইবনু মাজাহ, হা/৭৮১; মিশকাত, হা/৭২১, হাদীস সহীহ।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় মসজিদে উপস্থিত হয়, সকাল-সন্ধ্যার যখনই সে মসজিদে উপস্থিত হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি স্থান প্রস্তুত করেন'। (সহীহ বুখারী, হা/৬৬২; সহীহ মুসলিম, হা/৬৬৯।)

অন্য হাদীছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'মসজিদে আগমনকারী ব্যক্তি আল্লাহর যিয়ারতকারী মেহমান, আর অতিথি সেবকের কর্তব্য হলো মেহমানের সম্মান করা'। (আত-তবারী ফীল কাবীর, ৬/২৫৫।)

আবূ হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي المَسَاجِدِ 'সাত ধরনের মানুষকে আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামতের দিন তাঁর ছায়ার নিচে আশ্রয় দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে এক শ্রেণির লোক সে, যার অন্তর মসজিদের সাথে লেগে থাকে। অর্থাৎ মসজিদ থেকে নামাজ আদায় করে বের হওয়ার পর আবার অন্য নামাজ আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়ার জন্য তার মন উদগ্রীব থাকে'। (সহীহ বুখারী, হা/৬৬০; সহীহ মুসলিম, হা/১০৩১; মিশকাত, হা/৭০১।)

মসজিদে যেসব কাজ করা বৈধ

মসজিদ আল্লাহর ঘর। তাই এখানে কেবলমাত্র আল্লাহর দ্বীনকে কেন্দ্র করে সকল কাজ করা বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ মসজিদে করা সকল কাজই হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। তবে এমন কিছু কাজ আছে, যেসকল কাজ সম্বন্ধে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, তা মসজিদে করা হয়তো বৈধ নয়। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তা বৈধ। যেমন;

১। দ্বীনী কথাবার্তা, বৈধ আলোচনা, প্রয়োজনীয় সাংসারিক কথা।

জাবের বিন সামুরাহ্ (রাঃ) বলেন, 'নবী (ﷺ) ফজরের নামায পড়ে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত মুসাল্লা থেকে উঠতেন না। সূর্য উঠে গেলে তিনি উঠে যেতেন। ঐ অবসরে লোকেরা আপোসে কথা বলত। বলতে বলতে তারা ইসলাম-পূর্ব জাহেলিয়াতের কথা শুরু করে দিত। এতে তারা হাসত এবং তিনিও মুচকি হাসতেন।' (মুসলিম, সহীহ ৬৭০নং)

অবশ্য নিছক দুনিয়াদারীর কথা বলা বৈধ নয়। মহানবী (ﷺ) বলেন, “আখেরী যামানায় এমন এক শ্রেণীর লোক হবে, যারা মসজিদে গোল-বৈঠক করে পার্থিব ও সাংসারিক গল্প-গুজব করবে। সুতরাং তোমরা তাদের সাথে বসো না। কারণ, এমন লোকেদের নিয়ে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।” (ত্বাব, বায়হাকী, মিশকাত ৭৪৩, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১১৬৩ নং)

২। খাওয়া-পান করা।

আব্দুল্লাহ বিন হারেস (রাঃ) বলেন, ‘আমরা রসূল (ﷺ) এর আমলে মসজিদের ভিতর রুটি ও মাংস খেতাম।’ (ইবনে মাজাহ্, সুনান ৩৩০০ নং)
যে জিনিস খাওয়া হারাম, তা মসজিদে খাওয়া তথা সকল স্থানেই খাওয়া হারাম। মসজিদের সম্মান রক্ষার্থে সে সব হারাম জিনিস সঙ্গে নিয়ে বা পকেটে রেখে মসজিদে যাওয়া বা নামায পড়াও বৈধ নয়। যেমন: গুল, জর্দা, বিড়ি, সিগারেট, তামাক প্রভৃতি খাওয়া বৈধ নয়, বিধায় তা মসজিদে খাওয়া বা নিয়ে যাওয়া অবৈধ। (মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ্ ১৭/৫৮)

৩। শয়ন করা।

একদা আব্বাদ বিন তামীমের চাচা (রাঃ) দেখলেন, আল্লাহর রসূল (ﷺ) মসজিদে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে চিৎ হয়ে শয়ন করে আছেন। সাঈদ বিন মুসাইয়িব বলেন, ‘উমার এবং উসমান (রাঃ)ও এরুপ করতেন।’ (বুখারী ৪৭৫ নং, মুসলিম, সহীহ)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন, ‘আমরা আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর যুগে মসজিদে ঘুমাতাম। আর আমরা তখন ছিলাম অবিবাহিত যুবক।’ (বুখারী ৪৪০, তিরমিযী, সুনান ৩২১, ইবনে মাজাহ্, সুনান ৭৫১নং, আবূদাঊদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান, আহমাদ, মুসনাদ)

তবে ঘরে জায়গা থাকতে মসজিদকে অভ্যাসগতভাবে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানানো উচিৎ নয়। কারণ, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ‘কেউ যেন মসজিদকে শয়নাগার ও বিশ্রামাগার বানিয়ে না নেয়।’ (তিরমিযী, সুনান ১/১০৩)

মসজিদে যেসব কাজ করা অবৈধ

১। হারানো জিনিস খোঁজা:

মহানবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে তার হারানো বস্তু খোঁজ করতে দেখবে, সে ব্যক্তি যেন তাকে বলে, ‘আল্লাহ তোমার জিনিস ফিরিয়ে না দিক।’ কারণ, মসজিদসমূহ এ উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি।” (মুসলিম, সহীহ ৫৬৮নং)

২। বেচা-কেনা করা:

মহানবী (ﷺ) বলেন, “যখন তোমরা দেখবে যে, মসজিদে কেউ কিছু বেচা-কেনা করছে, তখন তাকে বলবে যে, ‘আল্লাহ তোমার বেচা-কেনায় লাভ না দিক।” (তিরমিযী, সুনান, নাসাঈ, সুনান, দারেমী, সুনান, মিশকাত ৭৩৩নং)

৩। অসার, বাজে ও অশ্লীল কবিতা পাঠ করা:

আম্‌র বিন শুআইবের পিতামহ্‌ বলেন, ‘আল্লাহর রসূল (ﷺ) মসজিদে আপোসে কবিতা আবৃতি ও বেচা-কেনা করতে, জুমআর দিন (জুমআর) নামাযের পূর্বে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, মিশকাত ৭৩২নং)

অবশ্য বৈধ শ্রেণীর ইসলামী গজল পাঠ নিষিদ্ধ নয়। একদা হাসসান (রাঃ) মসজিদে কবিতা পাঠ করছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) প্রতিবাদের দৃষ্টিতে তাঁর প্রতি তাকালে তিনি বললেন, ‘আমি কবিতা পাঠ করতাম, আর তখন মসজিদে আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি [নবী (ﷺ)] উপস্থিত থাকতেন।’ অতঃপর তিনি আবূ হুরাইরার দিকে লক্ষ্য করে বললেন, ‘আল্লাহর ওয়াস্তে বলুন, আপনি কি আল্লাহর রসূল (ﷺ) কে বলতে শুনেছেন, “(হে হাসসান! মুশরিকদেরকে) আমার তরফ থেকে (ওদের কবিতার) জবাব দাও। হে আল্লাহ! জিবরীল দ্বারা ওকে সাহায্য কর?” আবূ হুরাইরা বললেন, ‘জী হ্যাঁ, (আমি এ কথা শুনেছি)। (বুখারী ৪৫৩, মুসলিম, সহীহ ২৪৮৫ নং)

৪। হৈ-হাল্লা করা ও উচ্চস্বরে কথা বলা। (বুখারী, মিশকাত ৭৪৪নং)

এমন কি কেউ নামায বা কুরআন পড়লে সেখানে সশব্দে কুরআন পাঠও করা যাবে না। একদা মহানবী (ﷺ) দেখলেন, লোকেরা নামাযে জোরে-শোরে কুরআন পাঠ করছে। তিনি বললেন, "মুসল্লী (নামাযী) তো আল্লাহর সাথে চুপিসারে কথা বলে। সুতরাং কি নিয়ে তাঁর সাথে কথা বলছে তা লক্ষ্য করা দরকার। আর তোমরা এমন উচ্চস্বরে কুরআন পড়ো না, যাতে অপরের নামাযে ব্যাঘাত ঘটে।" (আহমাদ, মুসনাদ, মিশকাত ৮৫৬নং)

বলাই বাহুল্য যে, মসজিদের যে প্রতিবেশী অথবা অন্য লোক যে (মাইক, টেপ, রেডিও প্রভৃতির) শব্দ বা গান-বাজনা দ্বারা অথবা কোন রঙ-তামাশা দ্বারা মসজিদের পবিত্রতা-হানি করে এবং মসজিদে অবস্থিত নামাযীদের নামাযে, তেলাওয়াতে ও আল্লাহর যিক্‌রে ব্যাঘাত ও বাধা সৃষ্টি করে তার ভয় হওয়া উচিৎ। কারণ, মহান আল্লাহর সাধারণ উক্তি এই যে,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعى فِيْ خَرَابِهَا أُولئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوْهَا إِلاَّ خَائِفِيْنَ، لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ (যিক্‌র) করতে বাধা দেয় ও তার ধ্বংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে?" (সূরা আল বাক্বারাহ:১১৪)

৫। হদ্দ্ (ইসলামী দন্ডবিধি) কার্যকর করা:

মদখোরকে চাবুক মারা, চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারীকে কোড়া মারা প্রভৃতি) কায়েম করা নিষিদ্ধ । মহানবী (ﷺ) মসজিদে হদ্দ্ কায়েম করতে নিষেধ করেছেন। (হাকেম, মুস্তাদরাক ৪/৩৬৯, আহমাদ, মুসনাদ ৩/৪৩৪, আবূদাউদ, সুনান ৪৪৯০, মিশকাত ৭৩৪ নং)

উল্লেখ্য যে, আধুনিক যুগের মোবাইল টেলিফোন বা ব্লিফার সঙ্গে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে তা বন্ধ করে দেওয়া জরুরী। কারণ, এতে যে রিং বা মিউজিকের শব্দ আছে তাতে মসজিদবাসীর অসুবিধা হয়ে থাকে।

মসজিদে যাওয়ার মাহাত্ম্য

প্রিয় নবী (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি সকাল অথবা সন্ধ্যায় মসজিদে যায়, তার জন্য আল্লাহ মেহ্‌মানীর উপকরণ প্রস্তুত করেন। যখনই সে সেখানে যায়, তখনই তার জন্য ঐ মেহ্‌মানীর উপকরণ প্রস্তুত করা হয়।" (বুখারী ৬৬২, মুসলিম, সহীহ ৬৬৯নং)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, “পুরুষের স্বগৃহে বা তার ব্যবসাক্ষেত্রে নামায পড়ার চেয়ে মসজিদে জামাআতে শামিল হয়ে নামায পড়ার সওয়াব পঁচিশ গুণ বেশি। কেননা, সে যখন সুন্দরভাবে ওযু করে কেবল মাত্র নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই মসজিদের পথে বের হয় তখন চলামাত্র প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে তাকে এক-একটি মর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তার এক-একটি গুনাহ মোচন করা হয়। অতঃপর নামায আদায় সম্পন্ন করে যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাবর্গ তার জন্য দুআ করতে থাকে; ‘হে আল্লাহ ওর প্রতি করুণা বর্ষণ কর। হে আল্লাহ! ওকে ক্ষমা কর। আর সে ব্যক্তি যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষা করে ততক্ষণ যেন নামাযের অবস্থাতেই থাকে।” (বুখারী ৬৪৭নং, মুসলিম, সহীহ ৬৪৯নং, আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, ইবনে মাজাহ্‌, সুনান)

তিনি বলেন, “অন্ধকারে অধিকাধিক মসজিদের পথে যাতায়াতকারীদেরকে কিয়ামত দিবসের পরিপূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ দাও।” (আবূদাঊদ, সুনান, তিরমিযী, সুনান, সহিহ তারগিব ৩১০নং)

তিনি আরো বলেন “যে ব্যক্তি কোন ফরয নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে স্বগৃহে থেকে ওযু করে (মসজিদের দিকে) বের হয় সেই ব্যক্তির সওয়াব হয় ইহ্‌রাম বাঁধা হাজীর ন্যায়। আর যে ব্যক্তি কেবলমা-ত্র চাশতের নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই বের হয়, তার সওয়াব হয় উমরাকারীর সমান। এক নামাযের পর অপর নামায; যে দুয়ের মাঝে কোন অসার (পার্থিব) ক্রিয়াকলাপ না থাকে তা এমন আমল যা ইল্লিয়্যীনে (সৎলোকের সৎকর্মাদি লিপিবদ্ধ করার নিবন্ধ গ্রন্থে) লিপিবদ্ধ করা হয়।” (আবূদাঊদ, সুনান, সহিহ তারগিব ৩১৫নং)

“তিন ব্যক্তি আল্লাহর জামানতে; এদের মধ্যে একজন হল সেই ব্যক্তি যে মসজিদে যায়। মরণ পর্যন্ত সে আল্লাহর জামানতে থাকে। অতঃপর তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। অথবা তাকে তার প্রাপ্ত সওয়াব ও নেকীর সাথে (তার বাড়ি) ফিরিয়ে দেন।” (আবূদাঊদ, সুনান, মিশকাত ৭২৭নং)

“নামাযে সওয়াবের দিক থেকে সবচেয়ে বড় সেই ব্যক্তি, যার (বাড়ি থেকে মসজিদের দিকে) চলার পথ সবচেয়ে দূরের।” (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯৯নং)

মসজিদে নববীর আশেপাশে কিছু জায়গা খালি পড়েছিল। বনী সালেমাহ্‌ মসজিদের পাশে সেই খালি জায়গায় ঘর বানাবার ইচ্ছা করল। এ খবর আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর নিকট

পৌঁছলে তিনি তাদেরকে বললেন, “আমি শুনলাম যে, তোমরা তোমাদের পূর্বের ঘর-বাড়ি ছেড়ে মসজিদের পাশে এসে বসবাস করতে চাচ্ছ।” তারা বলল, ‘হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! এ রকমই ইচ্ছা আমরা করেছি।’ তিনি বললেন, “হে বনী সালেমাহ্! তোমরা তোমাদের ঐ বাড়িতেই থাক। (দূর হলেও, মসজিদ আসার ফলে) তোমাদের পায়ের চিহ্ন (তোমাদের নেকীর খাতায়) লিপিবদ্ধ করা হবে।” এরূপ তিনি দু’বার বললেন। (মুসলিম, মিশকাত ৭০০নং)

মসজিদের প্রতি আসক্তি ও তাতে অবস্থানের ফযীলত

মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ، فَعَسَى أُولئِكَ أَنْ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ

অর্থাৎ, নি:সন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে, যারা আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। আশা করা যায়, তারা সৎপথপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হবে। (আত তাওবাহ:১৮)

আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেন, "আল্লাহ তাআলা সাত ব্যক্তিকে সেই দিনে তাঁর (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না; তারা হলো:

১। ন্যায় পরায়ণ বাদশাহ্ (রাষ্ট্রনেতা),

২। সেই যুবক যার যৌবন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদতে অতিবাহিত হয়,

৩। যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে এসে আবার সেখানে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত মসজিদেই তার মন পড়ে থাকে,

৪। সেই দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপন করে; যারা এই ভালোবাসার উপর মিলিত হয় এবং এই ভালোবাসার উপরেই চিরবিচ্ছিন্ন (তাদের মৃত্যু) হয়,

৫। সেই ব্যক্তি যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে; ফলে তার উভয় চোখে পানি বয়ে যায়।"

৬। সেই ব্যক্তি যাকে কোন বংশীয় সুন্দরী (অবৈধ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে) আহ্বান করে কিন্তু সে বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।

৭। সেই ব্যক্তি যে গোপনে দান করে; এমনকি তার ডানহাত যা প্রদান করে তা তার বাম হাত পর্যন্তও জানতে পারে না। (বুখারী ৬৬০নং, মুসলিম, সহীহ ১০৩১নং)

“কোন ব্যক্তি যখন যিক্‌র ও নামাযের জন্য মসজিদে অবস্থান করা শুরু করে তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে সেইরুপ খুশী হন যেরুপ প্রবাসী ব্যক্তি ফিরে এলে তাকে নিয়ে তার বাড়ির লোক খুশী হয়।” (ইআশা:, ইবনে মাজাহ্‌, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ্‌, সহীহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ,হাকেম, মুস্তাদরাক, সহিহ তারগিব ৩২২নং)

“মসজিদ প্রত্যেক পরহেযগার (ধর্মভীরু) ব্যক্তির ঘর। আর যে ব্যক্তির ঘর মসজিদ সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহ আরাম, করুণা এবং তার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের প্রতি পুলসিরাত অতিক্রম করে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।” (ত্বাবারানী, মু’জাম কাবীর ও আওসাত্ব, বাযযার, সহিহ তারগিব ৩২৫ নং)

“যখন তোমাদের মধ্যে কেউ নিজ ঘরে ওযু করে মসজিদে আসে, তখন ঘরে না ফিরা পর্যন্ত সে নামাযেই থাকে। সুতরাং সে যেন হাতের আঙ্গুলগুলোর মাঝে খাঁজাখাঁজি না করে।” (হাকেম, মুস্তাদরাক, মিশকাত ৯৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১২৯৪নং)

“যে ব্যক্তি ওযু করে মসজিদে আসে, সে ব্যক্তি আল্লাহর মেহ্‌মান। আর মেজবানের দায়িত্ব হল, মেহ্‌মানের খাতির করা।” (সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১১৬৯ নং)

খেয়াল রাখার কথা যে, ই’তিকাফে বসা ছাড়া অন্যান্য দিনে মসজিদের মধ্যে নামাযের জন্য কোন এক কোণ বা স্থানকে নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। কারণ, মহানবী (ﷺ) নিষেধ করেছেন কাকের দানা খাওয়ার মত (ঠকঠক করে) নামায পড়তে, নামাযে হিংস্র জন্তুদের মত হাত বিছিয়ে বসতে এবং উট যেমন একই স্থানকে নিজের জায়গা বানিয়ে নেয়, তেমনি মসজিদে নির্দিষ্ট জায়গা বানাতে। (আবূদাঊদ, সুনান, নাসাঈ, সুনান, দারেমী, সুনান, ইবনে মাজাহ্‌, সুনান, ইবনে খুযাইমাহ্‌, সহীহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ,হাকেম, মুস্তাদরাক, আহমাদ, মুসনাদ, সিলসিলাহ সহীহাহ, আলবানী ১১৬৮নং)

মসজিদ যাওয়ার আদব

পূর্বে উল্লেখিত একহাদীসে এসেছে যে, ওযু করে মসজিদ যাওয়ার সময়ও আঙ্গুলসমূহের মাঝে খাঁজাখাঁজি করা নিষিদ্ধ। অনুরুপ এই সময় পথে ইকামত শুনলেও তাড়াহুড়ো করে বা ছুটাছুটি করে দৌড়ে যাওয়া বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী (ﷺ) বলেন, "তোমরা ধীর ও শান্তভাবে (মসজিদে বা জামাআতে) যাও। ইমামের সঙ্গে নামাযের যতটুকু অংশ পাও ততটুকু পড়ে নাও এবং যেটুকু অংশ ছুটে যায় তা একাকী পূর্ণ করে নাও।" (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৮৬ নং)

মসজিদ যাওয়ার সময় পথে নিম্নের দুআ পড়তে হয়:-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْراً وَّ فِيْ لِسَانِيْ نُوْراً وَّ اجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْراً وَّ اجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْراً وَّاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْراً ، وَّ مِنْ أَمَامِيْ نُوْراً، وَّاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْراً وَ مِنْ تَحْتِيْ نُوْرا،ً
اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْرا।ً

অর্থ- হে আল্লাহ! আমার হৃদয়, রসনা, কর্ণ, চক্ষু, পশ্চাত, সম্মুখ, ঊর্ধ্ব ও নিম্নে জ্যোতি প্রদান কর। হে আল্লাহ! আমাকে নূর (জ্যোতি) দান কর। (বুখারী ৬৩১৬, মুসলিম, সহীহ ৭৬৩ নং)

মসজিদের আভ্যন্তরীণ আদবসমূহ

(১) মসজিদে প্রবেশের ও বের হওয়ার দু'আ পড়া :

আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে, اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ
অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দাও'। আর যখন বের হবে, তখন যেন বলে, اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি'। (সহীহ মুসলিম, হা/৭১৩; মিশকাত, হা/৭০৩।)

(২) মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দুই রাকআত সালাত আদায় করা :

আবূ ক্বতাদা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِس 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, তখন দুই রাকআত সালাত আদায় করা ছাড়া যেন না বসে'। (সহীহ বুখারী, হা/৪৪৪; সহীহ মুসলিম, হা/৭১৪; মিশকাত, হা/৭০৪।)

(৩) মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা :

আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُطَهَّرَ وَتُطَيَّب 'আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাড়া-মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং তা পরিষ্কার ও সুগন্ধিময় করে রাখতে আদেশ করেছেন'। (আবূ দাঊদ, হা/৪৫৫; তিরমিযী, হা/৫৯৪; ইবনু মাজাহ, হা/৭৫৯, হাদীস সহীহ।)

আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا 'মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ। আর তার ক্ষতিপূরণ হলো ঐ থুথু মাটিতে পুঁতে ফেলা (দূর করা)'। (সহীহ বুখারী, হা/৪১৫; সহীহ মুসলিম, হা/৫৫২; মিশকাত, হা/৭০৮।)

আবূ যার গিফারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের ভালো-মন্দ সকল আমল আমার কাছে উপস্থিত করা হলো। তখন আমি তাদের ভালো কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, রাস্তা হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করা। আর মন্দ কাজগুলোর মধ্যে দেখতে পেলাম, মসজিদে ফেলে রাখা কফ যা পুঁতে ফেলা হয়নি'। (সহীহ বুখারী, হা/৫৫৩; মিশকাত, হা/৭০৯।)

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, মসজিদ আল্লাহর ঘর আর প্রতিটি মুমিন বান্দার জন্য এটি একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান। আর প্রতিটি মুমিন বান্দার জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর গভীর প্রভাব রয়েছে। তাছাড়া মসজিদ শুধুমাত্র ইবাদত-বন্দেগির জন্য নয়, বরং এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বটে। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান হলো মসজিদ। ইসলামের যাবতীয় শিক্ষা ও সামাজিক বিষয়াদী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করার স্থান হচ্ছে মসজিদ। তাই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা, তাতে সালাত কায়েম করা ও দ্বীন ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত সকল কাজ মসজিদ থেকে পরিচালনা করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।